ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-২ ১৬৫
আগরতলা, ১২ আগস্ট, ২০২৬

ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিতে আমাদের সকলকে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নীতি আয়োগের রিপোর্ট অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্য এখন বিভিন্ন সেক্টরে ফ্রন্টরানার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ রাজ্য আজ বিভিন্ন বিভাগে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। জি এস ডি পি এবং মাথাপিছু গড় আয়ে ত্রিপুরা আজ উত্তর পূর্বাঞ্চলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এ রাজ্যকে আরও এগিয়ে নিতে আমাদের সকলকে আরও সক্রিয় ভাবে কাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ হকার্স কর্ণার প্রাঙ্গনে আয়োজিত ত্রিপুরা হকার্স ইউনিয়নের নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ও রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ত্রিপুরা হকার্স কর্ণার ইউনিয়নের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, ত্রিপুরা হকার্স কর্ণারের এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। হকার্স কর্ণারের সাথে আমাদের হৃদয়ের সম্পর্ক। বহু দূর দূরান্তের ক্রেতা, বিক্রেতা অনেক আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে এই বাজারে আসেন। এখানে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দতা বজায় রয়েছে। এই হকার্স কর্ণারকে আরও কিভাবে সুন্দর করা যায় সে বিষয়ে আগরতলা পুর নিগমকে উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি বলেন, হকার্স কর্ণারের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে ব্যবসায়ীদের আরও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সরকার মানব বান্ধব সরকার। এই সরকার জাতি, জনজাতি সকলের সরকার। রাজ্য সরকার চায় মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দতা ও ঐক্য বজায় রাখতে। আমরা চাই ব্যবসা বাণিজ্য সহ সব জায়গায় শান্তি বজায় থাকুক। কিন্তু অনেকে রাজ্যে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা এখন আগের জায়গায় নেই। অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আজ রাজ্যের সুস্বাদু মধু, আনারস, কাঁঠাল প্রভৃতি বহিঃরাজ্যে ও বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে। এবছর ত্রিপুরা ডেস্টিনেশন বিজনেস কনক্লেভে প্রায় ১২০০ জন ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোগী অংশ নেন। কনক্লেভে রাজ্য, দেশীয় ও বিদেশী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সাথে রাজ্য সরকারের ১ লক্ষ ২৭ হাজার কোটি টাকার মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত মোট ২১ হাজার সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে। অডিটসোর্সিং-এ সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে ৫০০০ জনকে। এবছর ১৫০০ কোটি টাকার উপর পরিকাঠামো নির্মাণ সহ নানা উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। আগরতলায় এখন স্বল্প সময়ের মধ্যে বর্ষার জমা জল পাম্পের মাধ্যমে নিষ্কাশন করা হয়।

*****২য় পাতায়

তিনি বলেন, আমাদের দেশে ৬৫ শতাংশ যুবশক্তি রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশকে আরও শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছেন। অপারেশন সিঁন্দুর, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, জ্বালানীর সংকট প্রতিহত করা প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে তার প্রতিফলন পাওয়া যায়। আমাদের রাজ্য সরকারও প্রধানমন্ত্রীর প্রদার্শিত পথে এগিয়ে চলেছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন ও রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা ত্রিপুরা হকার্স ইউনিয়নের নব নির্বাচিত সভাপতি সুজিত রায়। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, আগরতলা পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপার্সন রত্না দত্ত, টিআরটিসির বোর্ড অব ডিরেক্টর শ্যামল কুমার দেব, ত্রিপুরা হকার্স ইউনিয়নের নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক কাজল লোধ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা হকার্স ইউনিয়ন নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার সুপ্রভাত দেবনাথ নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান। শিবিরে ৫১ জন ব্যবসায়ী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

*****